দৈনিক ইনকিলাব 12

তারিখ OCT 04 1999
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৬

একুশ শতকে শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন কৌশল

পৃথিবীতে এখন বিজ্ঞান-প্রযুক্তির চলছে জয়জয়কার। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে বিজ্ঞান তার উৎকর্ষতার শীর্ষে অবস্থান করছে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে চলছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও এই প্রযুক্তি আমাদের অভাবনীয় সহযোগিতা করে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির ধারণাকে পাল্টে দিচ্ছে। আজ পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার নয়া দিগন্ত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার প্রসারে ব্যবহৃত হচ্ছে রেডিও, টিভি, অডিও-ভিডিও, ক্যাসেট, টেলিফোন, টিউটরিং, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ই-বুক, টেলিটেক্সট, কম্পিউটার কনফারেন্স, ভিডিও টেক্সট, টেলিকনফারেন্স, ভিডিও কনফারেন্স ইত্যাদি। তবে বর্তমানে শিক্ষা প্রযুক্তির নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে ভিডিও কনফারেন্স। দিন দিনই শিক্ষার প্রসার ঘটছে, অনেক ক্ষেত্রে স্থান সংকুলান হচ্ছে না। এ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছে ভিডিও কনফারেন্স প্রযুক্তি। এক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষক পৃথিবীর দু'প্রান্তে অবস্থান করতে পারেন। অথচ উভয়কেই উভয়ের সামনের স্ক্রিনে দেখা যাবে। এটা যেন ক্লাসরুমের মতই। তবে ছাত্র-শিক্ষককে একই সময়ে নির্দিষ্ট কক্ষে আসতে হবে অথবা আগে তা শিক্ষক ভিডিও করে রাখবে। এ প্রযুক্তির ব্যবহার করে পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়া একই দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার্থে এ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। এ প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে বিশ্বের যে কোন অঞ্চলের বিশেষজ্ঞ, প্রবীণ শিক্ষক আর সে দেশের বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নয়; বরং সমগ্র বিশ্বের জন্য পরিগণিত হবেন। এ প্রযুক্তি ব্যবহারে সফল হয়েছে লন্ডন, ক্যালিফোর্নিয়া, লসএঞ্জেলস, প্যারিস, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশেষ করে মালয়েশিয়ার MARA INSTITUTE OF TECHNOLOGY প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, ভিডিও কনফারেন্সির প্রযুক্তির দক্ষতা ৩৪.২ ভাগ। আগামী ২০০৫ সালের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা ৭০% উঠবে বলে প্রকাশ। বর্তমানে একটি সমস্যা প্রকট হয়েছে, তা হল ভাষাগত সমস্যা। বিশ্বের ভাষাগত সমস্যার জন্য গ্লোবালেজ করা যাচ্ছে না। তবে ভিডিওতে স্বয়ংক্রিয় অনুবাদক কৃইকশনারি ব্যবহার করার প্রস্তাব এসেছে। বিজ্ঞানীরা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, আগামী ২০০৩ সালের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্স পৃথিবীর সর্বত্র একই হারে ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠবে। 'সবার জন্য শিক্ষা'র এই শ্লোগান বাস্তবায়নে ভিডিও কনফারেন্স প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের মাঝে সুফল বয়ে আনবে। ফলে পৃথিবী এক গ্লোবাল ক্লাসরুমের মধ্যে এসে পড়বে।

❑ মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম